fwgKv

wdj¨vÝvi‡`i Rb¨ c‡qvRbxq Z_¨ DcvËwb‡q GB eBwU Kiv n‡q‡Q| GB eB‡qi me Z_¨ DcvZ¨ we‡fb mgq cwÎKv t_‡K msMn Kiv| AvkvKwi Avcbv‡`i Kv‡R jvM‡e| GKUæo g‡b n‡j I ah a‡i cob |

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় উপার্জন

হাসান মাহমুদ

তখন ২০০৯ সাল। মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছর শেষ হলো। চার বছরের লম্বা সময় পার হতে হবে। ভাবছিলাম এমন কিছু করা দরকার যাতে পড়াশোনার পাশাপাশি অবসর সময়টাকে কাজে লাগানো যায়। তখনো টিউশনি করতাম। গতানুগতিকভাবে সবাই যা করে এবং একসময় একঘেয়েমি চলে আসে। তা ছাড়া কোনো খণ্ডকালীন চাকরি করব? তাতে আবার পড়াশোনার ক্ষতি হতে পারে। এ রকম কোনো সুযোগও সহজে পাওয়া যায় না। এসব যখন ভাবছিলাম, তখন এক বন্ধু বলল, 'তোর তো কম্পিউটারের ওপর ভালো দখল আছে। এটাকে কাজে লাগাতে পারিস।' তাই বন্ধুর কথা অবহেলা না করে ইন্টারনেটে খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারলাম, ঘরে বসে অনলাইনে উপার্জনের কথা। বিষয়টি সহজ এবং ভালো মনে হলেও সঠিক গাইড পাচ্ছিলাম না। পরে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের একটি কর্মশালায় অংশ নিলে আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়ে যায়। আর কোনো কিছু না ভেবে কাজে নেমে পড়ি। সবকিছুই করেছিলাম এক মাসের মধ্যে। এক মাস পর শুরু হলো উপার্জন। প্রথমে কাজ বুঝতে কষ্ট হলেও তার পর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ওডেস্ক, ইল্যান্স, ফ্রিল্যান্সার ডট কম ইত্যাদি মার্কেটপ্লেস বাংলাদেশে বেশি জনপ্রিয়। এসব সাইটে গ্রাফিকস ও ওয়েব ডিজাইন, সার্চ ইঞ্জিন, ডেটা এনট্রিসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কাজ পাওয়া যায়। এ ছাড়া উপার্জিত টাকা পাওয়ার রয়েছে সহজ ব্যবস্থা।

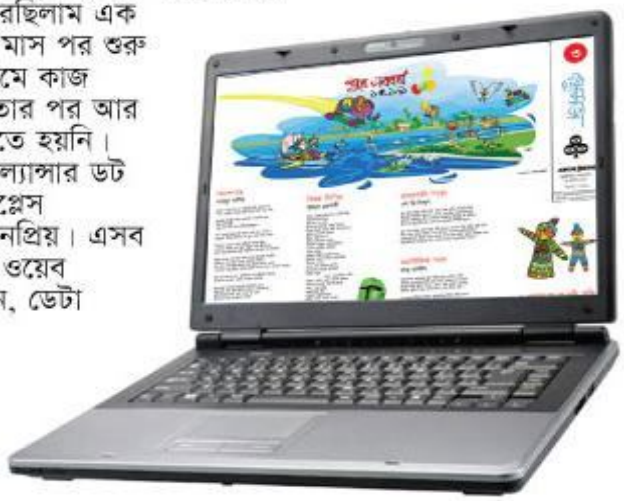

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক চাকরির বাজারে শুধু অন্যের চাকরির আশায় বসে না থেকে প্রযুক্তির ব্যহারের মাধ্যমে ঘরে বসে আপনারাও উপার্জন করতে পারেন। তা ছাড়া এটা শুধু উপার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনলাইনে কাজ করার মাধ্যমে যোগাযোগের দক্ষতা, ইংরেজিচর্চাসহ বিভিন্ন কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ ধরনের উপার্জন বেকারত্ব দূর করার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বর্তমানে ঢাকাসহ সারা দেশে শিক্ষার্থীরা এ উপার্জনের মাধ্যমে সচ্ছলভাবে চলতে সক্ষম। সম্প্রতি ঢাকা বন্ধুসভার উদ্যোগে শুরু হয়েছে প্রযুক্তি শিক্ষার আসর। এখানে নিয়মিত কম্পিউটার, ইন্টারনেট, গ্রাফিকস, ওয়েবসহ বিভিন্ন কাজের ধারণা পাওয়া যাবে। প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় হয়ে থাকে এ আসর।

hasanjnu@gmail.com, 01919874333

ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং

স্বাধীনভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করার বিষয়টি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়। ইন্টারনেটে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ করে দেওয়ার মাধ্যমে অর্জন করা যায় বৈদেশিক মুদ্রা। বেশ কয়েক বছর ধরে আউটসোর্সিং নামের এ কাজের সঙ্গে আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্ম জড়িত এবং সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরা। তবে ইন্টারনেটে ভালো আউটসোর্সিং মার্কেটপ্লেসের (কাজ পাওয়ার ওয়েবসাইট) পাশাপাশি চালু হয়েছে বেশ কিছু ওয়েবসাইট, যেগুলোতে আউটসোর্সিংয়ের নামে প্রতারণা চলছে। এ ধরনের সাইটে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের কাজ শুরু করার আগেই নিবন্ধনের নামে নেওয়া হয় বড় অঙ্কের টাকা। পরবর্তী সময়ে বলা হচ্ছে, আগ্রহী মুক্ত পেশাজীবীরা (ফ্রিল্যান্সার) কমিশন-প্রথার মাধ্যমে নতুন নতুন ক্রেতা তৈরি করে ফ্রিল্যান্সিং কাজ করতে পারবেন।

গতানুগতিক চাকরি বা ব্যবসার বাইরে ইন্টারনেটে বসে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে কাজ করাটাই ফ্রিল্যান্সিং। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন সহজেই যে কেউ মুক্ত পেশাজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।ফ্রিল্যান্সিংয়ে একদিকে যেমন রয়েছে যখন ইচ্ছা তখন কাজ করার স্বাধীনতা, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কাজ বাছাই করার স্বাধীনতা। আয়ের দিক থেকেও এখানে আছেঅভাবনীয় সম্ভাবনা। ইন্টারনেটে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট রয়েছে, যারা আউটসোর্সিংয়ের কাজ দেয়।এগুলোকে বলা হয় অনলাইন মার্কেটপ্লেস। এসব মার্কেটপ্লেসে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন কাজ আসছে। এসব জায়গায় প্রোগ্রামিং, গ্রাফিকস ডিজাইন, ওয়েবসাইট, গেম তৈরি, অ্যানিমেশন, ডেটা এন্ট্রি, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনসহ নানা বিষয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

ফ্রিল্যান্সিংয়ে প্রতারণা

নানা কাজের বিশ্বস্ত কিছু ওয়েবসাইটের বাইরে বেশ কিছু ওয়েবসাইটে চলছে প্রতারণা। এসব সাইট পরিচালনা করা হয় বাংলাদেশ থেকেও। এখনো আমাদের দেশের তরুণেরা আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেস থেকেই কাজ করছেন। বাংলাদেশে এখনো তেমন ভালো কোনো মার্কেটপ্লেস গড়ে না উঠলেও এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছেন একদল ফ্রিল্যান্সার—জানালেন ফ্রিল্যান্সার ও ইন্টারনেট নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ জাবেদ মোর্শেদ। তিনি জানান, কয়েকটি বিষয় সহজেই ফ্রিল্যান্সিংয়ে প্রতারণামূলক সাইটগুলোকে চিনে নিতে সাহায্য করে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলোতে কখনোই টাকা দিয়ে কিছু কেনা কিংবা কোনো প্যাকেজ বা এ ধরনের বিষয় থাকে না। এ ছাড়া শুরুতে এসব সাইটে নিবন্ধনের জন্য কোনো টাকাও পরিশোধের প্রয়োজন পড়ে না। ক্ষেত্রবিশেষে কিছু বাড়তি সুবিধার জন্য এক ধরনের সদস্যপদের জন্য অর্থ দিতে হয়, তবে সেটা পরে কেউ যদি নিতে চান সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোনো দক্ষতার প্রয়োজন নেই, আর অল্প পরিশ্রমের মাধ্যমে বেশি আয় করা যায়—এ বিষয়টিই এসব সাইটে বেশি করে তুলে ধরা হয়। এ ধরনের অল্প কিছু সাইট নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা করে যাচ্ছে।

জাবেদ মোর্শেদ জানান, ফ্রিল্যান্সিং আউটসোর্সিংয়ের কাজ বলতে সাধারণত বোঝানো হয়, নিজের কোনো দক্ষতার বিনিময়ে স্বাধীনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে কাজ করা। এর বাইরে যদি বলা হয়, ফ্রিল্যান্সিং মানে কোনো ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন নেই, আর নিবন্ধনের জন্য নির্দিষ্ট ফি লাগবে তা হলেই বুঝতে হবে, ওই সাইট কিংবা প্রতিষ্ঠান প্রতারণা করছে। এ ছাড়া থাকতে পারে একাধিক ব্যক্তিকে যুক্ত করার (রেফারেল) মাধ্যমে আয়ের বিষয়টি। অনেক ভালো সাইটে রেফারেল বিষয়টি থাকলেও সেটিই সে সাইটের মূল ব্যবসা নয়। তাই যদি কোনো ওয়েবসাইটে শুধু রেফারেল পদ্ধতিকেই কাজ বলা হয়, সেটি অবশ্যই প্রতারণামূলক সাইট। যেমন—হতে পারে একসঙ্গে কয়েকজনকে যুক্ত করার মাধ্যমে বেশি আয় করা যায়, যাঁরা নেতৃত্ব দিয়ে বেশি লোক যুক্ত করতে পারবেন, তাঁরা পাবেন বিভিন্ন পুরস্কার—এ ধরনের নানা প্রলোভন।পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ কেনার কথা বলাও এ তালিকায় পড়ে। আকর্ষণীয় নানা ধরনের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে এসব ওয়েবসাইটে বিশেষ বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়। এ তালিকায় রয়েছে পেইড টু ক্লিক (পিটিসি) ধরনের কিছু ওয়েবসাইট।

ফ্রিল্যান্সার মামুনুর রশীদ বলেন, 'মূলত পিটিসি কাজগুলো আউটসোর্সিংয়ের পর্যায়ে পড়ে না। এখানে সৃজনশীলতা কিংবা কাজ করার কোনো বিষয় থাকে না। এখানে আয়ের পরিমাণ অনেক কম এবং অযথা সময় নষ্ট।' এসব কাজ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া প্রতিটি ফ্রিল্যান্সিং সাইটের রয়েছে ব্যবহারবান্ধব নীতিমালা, যা নিবন্ধন পূর্ণাঙ্গ করার আগে ব্যবহারকারী সহজে বুঝতে পারবেন। প্রতারণামূলক সাইটগুলোতে এসব নিয়মের কথা নিজেদের মনের মতো করে দেওয়া হয়।

এসব সাইটের বিষয়ে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এ কে এম ফাহিম মাশরুর জানান, অনলাইনে ভালো ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতে অনেকেই কাজ করছে। তাই কাজের দক্ষতা অর্জন করে সেসব সাইটগুলোতেই কাজ করা ভালো। একটা বিষয় মনে রাখা উচিত আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে টাকা পাওয়া যায়, এখানে দেওয়ার কোনো বিষয় নেই।

বিশ্বস্ত সাইট
ফ্রিল্যান্সিংয়ের নানা ক্ষেত্রের মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নানা ধরনের ওয়েবসাইট রয়েছে। স্বীকৃত এসব সাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের অনেকের মতো আমাদের দেশের অনেকেই কাজ করে থাকেন। এসব সাইট চেনার বেশ কিছু উপায় রয়েছে, যার মাধ্যমে সহজে এসব সাইটের বিষয়ে জানা সম্ভব—বললেন ফ্রিল্যান্সার জাকারিয়া চৌধুরী। তিনি জানান, আন্তর্জাতিকভাবেই কিছু স্বীকৃত এবং ভালো পরীক্ষিত ওয়েবসাইট রয়েছে, যেগুলোতে যে কেউ কাজ করতে পারেন। এসব সাইটে কাজ করে আউটসোর্সিংয়ে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তোলা সম্ভব। এ ছাড়া সাধারণত ওয়েবসাইটের বেশ কিছু তথ্য দেখেও ভালো ফ্রিল্যান্সিং সাইটের খবর পাওয়া সম্ভব—জানালেন ফ্রিল্যান্সার এনায়েত হোসেন। তিনি জানান, ভালো ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতে প্রকল্প জমা দেওয়া, অর্থ পাওয়ার নিশ্চয়তা, কাজের রেটিং, কমেন্ট ইত্যাদি কার্যক্রম দেখেও ভালো ফ্রিল্যান্সিং সাইট সম্পর্কে জানা সম্ভব।

সতর্কতা
অনেকেই আউটসোর্সিংয়ের আজ করতে চান। তাই এসব ক্ষেত্রে নিজে আগে কাজ শিখে তবে কাজে নামা উচিত। এ ছাড়া একটি বিষয়ে নজর রাখতে হবে যে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলো কখনো কোনো অফার দেয় না। তাই কাজ না জেনে প্রতারণামূলক ওয়েবসাইটের বিভিন্ন লোভনীয় প্রস্তাব দেখেই মনে করা উচিত নয় যে এটাই ফ্রিল্যান্সিং। বললেন টেকনোবিডি ওয়েব সলিউশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ ইমরাউল কায়ীশ। তিনি বলেন, ফ্রিল্যান্সিং করতে হলে নিজেকে আগে নির্দিষ্ট কাজে দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি কোন সাইট ভালো সে বিষয়ে একটু অ্যানালাইসিস করতে হবে। তারপর মার্কেটপ্লেসে চেষ্টা করলে কাজ করা সম্ভব। এ ছাড়া নির্দিষ্ট কিছু ভালো মার্কেটপ্লেস সাইট রয়েছে, যার বাইরে কাজ না করাই ভালো বলে জানান তিনি। যথেষ্ট সম্ভাবনাময় এ খাতের কাজ করতে তাই আপনিও সতর্ক থাকুন। প্রতারণামূলক সাইটগুলোকে এড়িয়ে চলুন এবং নিজে কাজ শিখে তারপর ফ্রিল্যান্সিং করুন।

সেরা দশ মার্কেটপ্লেস
www.odesk.com
www.freelancer.com
www.elance.com
www.guru.com
www.vworker.com
www.scriptlance.com
www.getacoder.com
www.99designs.com
www.peopleperhour.com
jobs.freelanceswitch.com

এর বাইরে বেশ কিছু সাইট রয়েছে, যেগুলোতে আপনার গ্রাফিকসের কাজ, অ্যানিমেশনের কাজ, স্ক্রিপ্ট, অডিও এবং ভিডিও বিক্রি করা যায়। এ ধরনের কিছু সাইট হলো:
www.themeforest.net
www.graphicriver.net
www.codecanyon.net
www.activeden.net
www.3docean.net
www.audiojungle.net
www.videohive.net

/////////////////////////*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

CampusNews24BD.com

আইটসোর্সিং এর কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর

অ্যাড ক্লিক-বিষয়ক কাজ সম্পর্কে জানতে চাই।

শফিউল মানিক

সাধারণত অ্যাড ক্লিক-বিষয়ক কাজ বলতে আমরা পিটিসি (পেইড টু ক্লিক) বুঝি। এটি একটি সম্পূর্ণ ভুয়া বিষয়। সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ রকম কোনো কাজ ফ্রিল্যান্সিংয়ের মধ্যে নেই। পারলে এসব থেকে দূরে থাকুন। আর গুগল অ্যাডসেন্স প্রোগ্রামে অ্যাড ক্লিকের মাধ্যমে যে টাকা আয়ের বিষয়টি আছে, সেটি একটি সঠিক পদ্ধতি ও গ্রহণযোগ্য। তবে না জেনেশুনে এবং বুঝে অ্যাডসেন্স ব্যবহার করাও ঠিক নয়।

আউটসোর্সিংয়ের কাজ করার ইচ্ছা আছে। এর মাধ্যমে আয়ের অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে জানতে চাই।

জুবায়ের আহমেদ

আউটসোর্সিং সাইটগুলো থেকে দেশে টাকা আনার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে আমাদের দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি পদ্ধতি হচ্ছে Payoneer ডেবিট মাস্টারকার্ড এবং Skrill বা Moneybookers। প্রথম পদ্ধতিতে একটি মাস্টারকার্ড প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম বুথ থেকে টাকা তোলা যায়। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যাংক হিসাবের প্রয়োজন নেই। আর স্ক্রিলের মাধ্যমে টাকা সরাসরি নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এসে জমা হয়।

পরামর্শ দিয়েছেন–ফ্রিল্যান্সার জাকারিয়া চৌধুরী, মামুনুর রশীদ ও আল আমিন চৌধুরী

আউটসোর্সিং

আমি ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং কাজ করতে আগ্রহী। ওডেস্ক ছাড়া কী কী ভালো সাইট আছে, যেগুলোয় কাজ করা যাবে?

মেঘ নীল

আউটসোর্সিং কাজের জন্য ভালো অনলাইন মার্কেটপ্লেস (ওয়েবসাইট) হচ্ছে ওডেস্ক। এ ছাড়া আরও কিছু ভালো আউটসোর্সিং সাইট হচ্ছে: www.freelancer.com, www.elance.com, www.guru.com, www.vworker.com, www.getacoder.com

আমি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) সম্পর্কে অনেক পড়েছি। বর্তমানে বেশ কিছু কাজও পারি। অন পেজ এসইও, অফ পেজ এসইও ইত্যাদি পারি, তবে এখনো শিখে যাচ্ছি। কি-ওয়ার্ড খুঁজে একটা সাইট খুলেছি এবং সেখানে ব্যাংক লিংকের কাজ করছি। ভালোভাবে এসইও শেখার জন্য আর কী করতে পারি?

আখতার আলম

এসইওতে শেখার কোনো শেষ নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসইওর ধরনও বদলাচ্ছে। কিন্তু মূল বিষয়গুলোর তেমন একটা পরিবর্তন হবে না। ভালোভাবে এসইও শেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এসইওভিত্তিক ওয়েবসাইট, ব্লগসাইটগুলো বেশিবেশিকরে দেখতে হবে এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত সম্পর্কে হালনাগাদ থাকতে হবে। আর শুধু শিখলেই হবে না, শেখা কাজগুলো আগে নিজের সাইটের জন্য প্রয়োগ করে ফলাফল দেখে সবার সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। কারণ, আসল শেখাটা এখানেই।

আমি আউটসোর্সিংয়ের কাজ করতে চাই। বর্তমানে ইন্টারনেটে প্রতিদিন আট-নয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করি। কীভাবে বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইট থেকে কাজ করব?

ইফতিখার চৌধুরী

প্রতিদিন আট-নয় ঘণ্টা সময় অনেক। ইন্টারনেটে এ সময় ব্যয় করুন কাজ শেখার জন্য। তারপর কীভাবে বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং সাইট থেকে কাজ নিতে হয়, তা ভালোভাবে জানুন। বিড করে যান ভালোমতো, কাজ পাবেন।

আমি ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং কাজ শিখতে চাই। এ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না, তবে আগ্রহ আছে। কোনো ধরনের কোর্স ছাড়াই আউটসোর্সিংয়ের নানা কাজ কীভাবে শিখতে পারব?

এমরান খান

CampusNews24BD.com

এখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় ফ্রিল্যান্সিংয়ের ওপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে, চেষ্টা করবেন অংশনিতে। কোনো কোর্স ছাড়াই আপনি ইন্টারনেট থেকে খুঁজে অনেক কিছু নিজে নিজে শিখতে পারবেন, কিন্তু এতে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন না। অভিজ্ঞ কোনো ভালো ফ্রিল্যান্সারের শরণাপন্ন হতে পারলে অনেকটা উপকৃত হবেন।

আউটসোর্সিং কাজ করার জন্য কম্পিউটারের কোন কাজগুলোয় বেশি পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন?

রাশেদুল হাসান

সাধারণ ই-মেইল আদান-প্রদান, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড,
এক্সেল ইত্যাদি কাজগুলো মোটামুটি জানা থাকলে আপনিও আউটসোর্সিংয়ের কাজ করতে পারবেন। তবে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কাজ শিখে করতে পারলে ভালো আয় করা সম্ভব।

আমি সি প্রোগ্রামিং পারি। এ বিষয়ে ফ্রিল্যান্সিং করতে চাই। এটি নিয়ে কাজও করতে চাই। কী করব?

পথিক

www.freelancer.com সাইটে সি এবং সি++ প্রোগ্রামের কিছু কাজ পাওয়া যায়, আপনি এগুলোয় আবেদন করতে পারেন। আর যদি অবজেকটিভ-সি শিখতে পারেন, তাহলে প্রায় সব আউটসোর্সিং সাইটে আইফোন বা আইপ্যাডের অ্যাপলিকেশন ও গেম তৈরির কাজ পাবেন, যার চাহিদা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি।

আমি বিপণন বিভাগের শিক্ষার্থী। আউটসোর্সিং সম্পর্কে জানতে চাই।

রবিউল আওয়াল

robin_4mkt@yahoo.com

কোনো কাজ খরচ কমানোর জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে করিয়ে নেওয়াকে আউটসোর্সিং বলে। বাংলাদেশিরা ফ্রিল্যান্সিং আউটসোর্সিং করে থাকে।

আমি একটি প্রতিষ্ঠানে ক্যাপচা এন্ট্রির কাজ করছি তৃতীয় পক্ষ হিসেবে। আমি সরাসরি কীভাবে এসব কাজ করতে পারব?

দিদারুল ইসলাম

didarulislam97@yahoo.com

ক্যাপচা এন্ট্রির কাজ করা উচিত নয়। তার পরও যদি করতে চান তাহলে বলব, আপনি ক্যাপচা সার্ভার কিনে ব্যবসা শুরু করতে পারেন। প্রতি ১০০০ ক্যাপচার জন্য দুই ডলার করে পাবেন।

আমি টেন ডলার ক্লিকে (www.tendollerclick.com) একটি অ্যাকাউন্ট খুলেছি। বর্তমানে আমার অ্যাকাউন্টে প্রায় দুই হাজার ৫০০ ডলার জমা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ছয় হাজার ডলার হলে ক্যাশ পাব। এ প্রতিষ্ঠান বা এ কাজের বিষয়ে জানতে চাই।

এইচ এস তারিক, সিরাজগঞ্জ

আপনি যে পিটিসি (পেইড টু ক্লিক) সাইটেই কাজ করেন না কেন, তারা আপনাকে কোনো টাকা দেবে না। আপনার জন্য পরামর্শ, যেকোনো কাজ শিখে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করুন। নিশ্চিতভাবে টাকা পাবেন।

আউটসোর্সিংয়ের বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার বেশ আগ্রহ। আমি নিজেও আউটসোর্সিং করতে আগ্রহী, কী করব?

প্রকৌশলী মো. তারিকুল ইসলাম

e n g g .md .t a r i k u l i s l a m@g m a i l .c o m

তথ্যপ্রযুক্তির ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ে নানা ধরনের বিষয়ে কাজ করা যায়। শুরুতে আপনি কোন কাজ করবেন, সেটি নির্বাচন করা জরুরি। পরবর্তী সময়ে ওই কাজের জন্য বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে বিড করে কাজ করতে পারবেন। আউটসোর্সিং বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে h t t p ://f r e e l a n c e r s t o r y .bl o g s p o t .c o m ঠিকানার ওয়েবসাইটে।

CampusNews24BD.com

কেউ কি আউটসোর্সিং কাজের প্রশিক্ষণ দেয়? জানতে চাই।

নাহিদুল ইসলাম

n a h i d .n e t wo r k @g ma i l .c o m

ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং কাজের বিষয়ে আগে ভালোভাবে জেনে নিন। শুরুতে যে বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞ কিংবা কাজ করতে চান, সে বিষয়টি ঠিক করে নিতে হবে। বর্তমানে জুমলা, পিএইচপি, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বিষয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তবে ভালো হয়, যদি আপনি নিজে নিজে চেষ্টা করে যান। বাংলায় বেশ কিছু ওয়েবসাইট, ব্লগ আছে যেখানে এসব বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য পাবেন।

//////////////////////////////////

CampusNews24BD.com

হেল্পলাইন

আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে

আউটসোর্সিংয়ে পুরস্কার পাওয়া ১৫ জন ফ্রিল্যান্সারকে নিয়ে ২ মার্চ *প্রথম আলোর* প্রজন্ম ডটকম পাতায় বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। ওই প্রতিবেদন পড়ে আউটসোর্সিংয়ের কাজ কীভাবে শুরু করতে হয় সে ব্যাপারে অনেক আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন। আউটসোর্সিং শুরু করতে হবে কীভাবে? কোথায় কাজ পাওয়া যাবে? অর্থ আনবেন কীভাবে প্রভৃতি নিয়ে শুরু হচ্ছে এই ধারাবাহিক প্রতিবেদন। আজ থাকছে পর্ব-১

আউটসোর্সিং : ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কাজ করিয়ে নেয়। নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কাউকে দিয়ে এসব কাজ করানোকে আউটসোর্সিং বলে। যাঁরা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে দেন, তাঁদের ফ্রিল্যান্সার বলে। ফ্রিল্যান্সার মানে হলো মুক্ত বা স্বাধীন পেশাজীবী। আউটসোর্সিংয়ের কাজের খোঁজ থাকে, এমন সাইটে যিনি কাজটা করে দেন, তাঁকে বলা হয় কনট্রাকটর (তিনি কনট্রাক্টে কাজ করেন)। আর যিনি কাজ দেন, তাঁকে বলে বায়ার/এমপ্লয়ার (তিনি কনট্রাক্টে কাজ দেন)।

যে ধরনের কাজ পাওয়া যায় : আউটসোর্সিং সাইট বা অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজগুলো বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা থাকে। যেমন : ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, নেটওয়ার্কিং ও তথ্যব্যবস্থা (ইনফরমেশন সিস্টেম), লেখা ও অনুবাদ, প্রশাসনিক সহায়তা, ডিজাইন ও মাল্টিমিডিয়া, গ্রাহকসেবা (Customer Service), বিক্রয় ও বিপণন, ব্যবসাসেবা ইত্যাদি।

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট : এই বিভাগের মধ্যে আছে আবার ওয়েবসাইট ডিজাইন, ওয়েব প্রোগ্রামিং, ই-কমার্স, ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন, ওয়েবসাইট টেস্টিং, ওয়েবসাইট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি।

সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট : সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টর মধ্যে আছে ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন, গেম ডেভেলপমেন্ট, স্ক্রিপ্ট ও ইউটিলিটি, সফটওয়্যার প্লাগ-ইনস, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ইন্টারফেস ডিজাইন, সফটওয়্যার প্রকল্প-ব্যবস্থাপনা, সফটওয়্যার টেস্টিং, ভিওআইপি ইত্যাদি।

নেটওয়ার্কিং ও ইনফরমেশন সিস্টেম : এর মধ্যে আছে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডিবিএ-ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইআরপি/সিআরএম ইমপ্লিমেনটেশন ইত্যাদি।

রাইটিং ও ট্রান্সলেশন : এর মধ্যে আছে কারিগরি নিবন্ধ লেখা (টেকনিক্যাল রাইটিং), ওয়েবসাইট কনটেন্ট, ব্লগ ও আর্টিকেল রাইটিং, কপি রাইটিং, অনুবাদ, ক্রিয়েটিভ রাইটিং ইত্যাদি।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্ট : এর মধ্যে আছে ডেটা এন্ট্রি, পারসোনাল অ্যাসিসট্যান্ট, ওয়েব রিসার্চ, ই-মেইল রেসপন্স হ্যান্ডলিং, ট্রান্সক্রিপশন ইত্যাদি।

—মো. আমিনুর রহমান

আগামীকাল দেখুন : *হেল্পলাইন*

হেল্পলাইন

আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে

পর্ব ২

ডিজাইন ও মাল্টিমিডিয়া : এই বিভাগের মধ্যে আছে গ্রাফিক ডিজাইন, লোগো ডিজাইন, ইলাস্ট্রেশন, প্রিন্ট ডিজাইন, থ্রিডি মডেলিং, ক্যাড, অডিও ও ভিডিও প্রোডাকশন, ভয়েস ট্যালেন্ট, অ্যানিমেশন, প্রেজেন্টেশন, প্রকৌশল ও কারিগরি ডিজাইন ইত্যাদি।

কাস্টমার সার্ভিস : এর মধ্যে আছে কাস্টমার সার্ভিস ও সাপোর্ট, টেকনিক্যাল সাপোর্ট, ফোন সাপোর্ট, অর্ডার প্রসেসিং ইত্যাদি।

বিক্রয় ও বিপণন : এর মধ্যে আছে বিজ্ঞাপন, ই-মেইল বিপণন, এসইও (সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন), এসইএম (সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং), এসএমএম (সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং), জনসংযোগ, টেলিমার্কেটিং ও টেলিসেলস, বিজনেস প্ল্যানিং ও মার্কেটিং, মার্কেট রিসার্চ ও সার্ভেস, সেলস ও লিড জেনারেশন ইত্যাদি।

বিজনেস সার্ভিসেস : এর মধ্যে আছে অ্যাকাউন্টিং, বুককিপিং, এইচআর/পে-রোল, ফাইনানসিয়াল সার্ভিসেস অ্যান্ড প্ল্যানিং, পেমেন্ট প্রসেসিং, লিগ্যাল, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, বিজনেস কনসাল্টিং, রিক্রুটিং, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

কাজ পাবেন যেখানে : আউটসোর্সিংয়ের কাজ পাওয়া যায় এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে। আবার ভুয়া সাইটও বের হয়েছে। ফলে সতর্ক হয়েই কাজ শুরু করতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য কয়েকটি সাইটের ঠিকানা দেওয়া হলো— www.odesk.com, www.freelancer.com, www.elance.com, www.getacoder.com, www.guru.com, www.vworker.com, www.scriptlance.com ইত্যাদি। সবগুলো মোটামুটি একই রকম। বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো ওডেস্ক (odesk)। গত বছর (২০১১) সারা বিশ্বের মধ্যে আউটসোর্সিং কাজ করার ভিত্তিতে ওডেস্কে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল চতুর্থ। তার আগের বছর (২০১০) ওডেস্কে ঢাকা শহরের অবস্থান ছিল সারা বিশ্বের মধ্যে তৃতীয়। (চলবে)

—মো. আমিনুর রহমান

আগামীকাল দেখুন : *হেল্পলাইন*

প্রথম আলোর কম্পিউটার প্রতিদিন : ফোন : ৮১১০০৭৮-৮১; ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬, ই-মেইল : compro@prothom-alo.com

হেল্পলাইন

আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে

পর্ব -৩

কোন কাজের কী যোগ্যতা : সাধারণত অনলাইনে কী ধরনের কাজ পাওয়া যায়, তা বলা হয়েছে। এখন জেনে নেওয়া যাক কোন কাজের জন্য কী ধরনের যোগ্যতা লাগে।

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট : এই কাজে ওয়েবসাইট তৈরি করা জানতে হবে। বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষা যেমন—এইচটিএমএল, পিএইচপি, জাভা স্ক্রিপ্ট, সিএসএস, মাইএসকিউএল ইত্যাদি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। এই ভাষাগুলোর ওপর দু-একটা পরীক্ষা দেওয়া থাকলে কাজ পেতে সুবিধা হবে।

সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট : সফটওয়্যার তৈরি করা জানতে হবে। বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষা যেমন জাভা, সি শার্প, ভিজ্যুয়াল বেসিক, মাইএসকিউএল, ওরাকল, এসকিউএল সার্ভার ইত্যাদি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।

নেটওয়ার্কিং ও ইনফরমেশন সিস্টেম : ডেটাবেইস, নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। তবেই নেটওয়ার্কিং ও ইনফরমেশন সিস্টেম বিষয়ক নানা কাজ পাবেন।

লেখা ও অনুবাদ : এ ধরনের কাজের জন্য ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে, কারিগরি জ্ঞান থাকতে হবে, ওয়েবসাইট, ব্লগ, ইন্টারনেট সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। লেখালেখির অভ্যাস থাকলে ভালো হয়।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্ট : এই বিভাগের কাজগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ। মূলত কপি পেস্টের কাজ। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ব্লগ, ই-মেইল, ফেসবুক, টুইটার—এসব ওয়েবসাইট সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।

ডিজাইন ও মাল্টিমিডিয়া : আপনাকে গ্রাফিক্সের কাজ জানতে হবে। ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, ইন-ডিজাইন, ফ্ল্যাশ ইত্যাদি জানা থাকলে লোগো ডিজাইন, গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ খুব সহজেই করা যায়।

গ্রাহকসেবা : এই বিভাগের কাজের জন্য আপনাকে ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে। দ্রুত ইংরেজি লেখা ও বলা—দুটোতেই দক্ষ হতে হবে।

বিক্রয় ও বিপণন : ই-কমার্স সাইটগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। ই-কমার্স ওয়েবসাইট, ব্লগ, ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগ (ফেসবুক, টুইটার), বিপণন, এসইও (সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন) ইত্যাদি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।

বিজনেস সার্ভিসেস : এই বিভাগের কাজের জন্য আপনার ব্যবসায়িক জ্ঞান থাকতে হবে। লেনদেনের বিভিন্ন মাধ্যম (পেমেন্ট মেথড) সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। (চলবে) *—মো. আমিনুর রহমান*

আগামীকাল দেখুন : *হেল্পলাইন*

প্রথম আলোর কম্পিউটার প্রতিদিন : ফোন : ৮১১০০৭৮-৮১; ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬, ই-মেইল : compro@prothom-alo.com

হেল্পলাইন

আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে

পর্ব ৪

কীভাবে ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট খুলবেন : প্রথমে www.odesk.com ঠিকানায় গিয়ে ওপরে ডান পাশ থেকে Sign up-এ ক্লিক করুন বা সরাসরি www.odesk.com/w/signup.php? ঠিকানায় যান। এখন Freelance Contractor সিলেক্ট করুন (ইন্টারনেট ব্রাউজারের বিভিন্ন ভার্সনের কারণে নানা রকম ইন্টারফেস আসতে পারে। আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহার করেছি। আপনি Contractor সিলেক্ট করে Sign up-এ ক্লিক করবেন)। নিচের ফরমটি পূরণ করে continue-তে ক্লিক করুন। নতুন পেজ এলে 1. Verify your email address-তে ক্লিক করুন। এখন আপনার ই-মেইল আইডিতে গিয়ে দেখবেন, একটি মেইল এসেছে। সেখানে একটি লিংক আছে, সেটাতে ক্লিক করুন। নতুন পেজ এলে Click here to continue-তে ক্লিক করুন। এখন 2. Fill out contact information-এ ক্লিক করুন। একটি ফরম আসবে। ফরমটি পূরণ করে Save and continue-তে ক্লিক করুন। এখন 3. Complete your oDesk Profile-এ ক্লিক করুন। নতুন পেজ এলে Job Category-তে আপনি যা যা পারবেন, তা সিলেক্ট করে দেন। যাঁরা একেবারেই নতুন, তাঁরা Blog & Article Writing, Data Entry, Personal Assistant, Email Response Handling, Other - Administrative Support, Customer Service & Support, Other - Customer Service, Advertising, Email Marketing, SMM - Social Media Marketing ইত্যাদি সিলেক্ট করে দিতে পারেন। নিচে Primary Role থেকে Data Entry Professional সিলেক্ট করে দিতে পারেন। Desired Hourly Rate-এ 1 অথবা 2 দিতে পারেন। Availability-তে আপনি সপ্তাহে কত ঘণ্টা সময় দিতে পারবেন, তা নির্বাচন করে দিন। (চলবে) *—মো. আমিনুর রহমান*

আগামীকাল দেখুন : *হেল্পলাইন*

প্রথম আলোর কম্পিউটার প্রতিদিন : ফোন : ৮১১০০৭৮-৮১; ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬, ই-মেইল : compro@prothom-alo.com

হেল্পলাইন

আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে

পর্ব-৫

এখন Title-এ Internet, Facebook, twitter, google plus, data entry, email, ms word, blog ইত্যাদি লিখে Save and continue-এ ক্লিক করুন। এখন 4. Accept the oDesk User Agreement-এ ক্লিক করুন। নতুন পেইজ এলে I agree to the terms and conditions বক্সে টিক চিহ্ন দিয়ে Save and continue-এ ক্লিক করুন। এখন Post my profile বাটনে ক্লিক করুন। My Contractor Profile-এর My Account Summary-তে দেখবেন Title, Portrait, Personal Email ইত্যাদি লেখা আছে। Portrait-এর ডান পাশে Upload portrait-এ ক্লিক করে আপনার ছবি যোগ করতে পারেন। ছবি যোগ করলে দেখবেন, আপনার প্রোফাইল ২০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে লেখা আসবে। প্রোফাইল কমপ্লিটনেস যত বেশি হবে, প্রতি সপ্তাহে তত বেশি জবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন; এবং আপনার জব পাওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি হবে। (আপনি যদি অন্য পেজে চলে গিয়ে থাকেন, তাহলে বাঁ পাশ থেকে My Contractor Profile-এ ক্লিক করুন, তাহলে দেখতে পাবেন।) এখন oDesk Ready-এর ডান পাশে Take the oDesk Readiness Test-এ ক্লিক করুন। oDesk Readiness Test-এর নিচের লেখাগুলো পড়ুন, তারপর Ready to take the test বাটনে ক্লিক করুন। oDesk সাইটের নিয়মকানুনের ওপর আপনাকে ৪০ মিনিটের মধ্যে ১১টি প্রশ্নের একটি টেস্ট দিতে হবে। উত্তরগুলো প্রশ্নের নিচের লিংকে ক্লিক করলেই পাবেন। টেস্ট দেওয়ার জন্য Start test বাটনে ক্লিক করুন। এখন নিচে continue-তে ক্লিক করে নতুন পেজ এলে Click here to start the test বাটনে ক্লিক করুন, টেস্ট শুরু হয়ে যাবে। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পাবেন ওই প্রশ্নের নিচের লিংকে ক্লিক করলে। ১১টি প্রশ্নের উত্তরই সঠিক হলে এ টেস্টে পাস করবেন। ফেল করলে আপনার পাবলিক প্রোফাইলে এটি লেখা থাকবে না। পাস করলেই কেবল লেখা থাকবে। পাস না করলে আবার টেস্ট দেন। যতবার খুশি এই টেস্টটি দিতে পারবেন। (চলবে)

—মো. আমিনুর রহমান

আগামীকাল দেখুন : *হেল্পলাইন*

হেল্পলাইন

আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে

পর্ব ৬

পরীক্ষায় পাস করার পর প্রতি সপ্তাহে আপনি ১০টি করে জবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এখন আপনার My Contractor Profile পেজে যান। এখন Add a Skill-এ ক্লিক করে স্কিল যোগ করুন। নতুনেরা internet, facebook, twitter, google plus, data entry, email, ms word, blog ইত্যাদি যোগ করতে পারেন। এগুলোর এক-দুটি বর্ণ লিখলেই অটো সাজেশন চলে আসবে। সেখান থেকে সিলেক্ট করে Save করতে হবে। এখন দেখবেন প্রোফাইল ৩০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে, লেখা আসবে। তারপর Add Employment Historyতে ক্লিক করে আপনি কোনো জব করে থাকলে এখানে যোগ করতে পারেন। তাহলে আপনার প্রোফাইল কমপ্লিটনেস আরও ১০ শতাংশ বাড়বে। জব অনলাইনেরই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কোনো একটা হলেই হলো। মোটকথা, ওই ঘরটা পূরণ করা আছে কি না, এটাই দেখার বিষয়। কারও জব এক্সপেরিয়েন্স না থাকলেও সমস্যা নেই। এখন নিচে My Public Profile-এর নিচে Edit বাটনে ক্লিক করে নতুন পেজ এলে অনেকগুলো অপশনের মধ্যে Years of Experience-এ আপনি যত দিন ধরে ফেসবুক, ইন্টারনেট, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করেন, তত বছর সিলেক্ট করে দিতে পারেন। English অপশনে আপনি ইংরেজি কেমন জানেন তা সিলেক্ট করে দিতে পারেন। তবে ৫ দিতে পারেন। Objective-এ অবজেকটিভ লিখবেন। কীভাবে লিখবেন তা অবজেকটিভ বক্সের নিচে Example দেওয়া আছে। Example-এ ক্লিক করলেই দেখতে পাবেন। এখানে কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এসব প্রোগ্রামিং ভাষা আপনার জানা না থাকলে আপনি নিজের মতো করে ইন্টারনেট, ফেসবুক, ই-মেইল ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে লিখতে পারেন যে আমি গত দু-তিন বছর ধরে ফেসবুক, ইন্টারনেট ব্যবহার করি, ফেসবুকের নিয়মকানুন জানি, দ্রুত গুগল সার্চ করতে পারি, দ্রুত টাইপ করতে পারি, এম এস ওয়ার্ড ভালো জানি, ইত্যাদি ইংরেজিতে লিখতে পারেন। তারপর সেভ করুন। দেখবেন আপনার প্রোফাইল কমপ্লিটনেস আরও ১০ শতাংশ বাড়বে। এখন Education-এ ক্লিক করে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা যোগ করতে পারেন। তারপর Portfolio Projects-এ আপনি আগে কোনো প্রজেক্ট করে থাকলে সেটি যোগ করুন। কোনো প্রজেক্ট না করে থাকলে www.blogger.com ঠিকানায় গিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে একটি লেখা পোস্ট করলেই আপনার একটি ব্লগ বা ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে যাবে। সেটির লিংকটা দিতে পারেন। তাহলে আপনার জব পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। Other Experiences-এ কোনো কিছু থাকলে দিতে পারেন, না দিলেও সমস্যা নেই।

(চলবে)

—মো. আমিনুর রহমান

আগামীকাল দেখুন : *হেল্পলাইন*

হেল্পলাইন

আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে

পর্ব-৭

সার্টিফিকেশনসে কোনো কিছু না দিলে সমস্যা নেই। এখন দেখবেন, আপনার প্রোফাইল কমপ্লিটনেস অনেক বেড়ে গেছে। যদি আরও বাড়াতে চান, তাহলে www.odesk.com/tests ঠিকানা থেকে দু-তিনটি টেস্ট দিতে পারেন। তিন-চারটি টেস্ট দিলে প্রতি সপ্তাহে আপনি ২০টি কাজের (জব) জন্য আবেদন করতে পারবেন। Basic English test, English spelling test, MS word test, Windows xp test ইত্যাদি টেস্ট অনেক সহজ। ইচ্ছে হলে দিতে পারেন, না দিলেও সমস্যা নেই। ওপরের প্রতিটি সেটিংস যতবার খুশি ততবার পরিবর্তন করতে পারবেন। কাজেই কোনো কিছু ভুল হলে সমস্যা নেই, তা যেকোনো সময় আবার ঠিক করে নিতে পারবেন। আগের সেটিংস পরিবর্তন করার জন্য এই সাইটে লগইন করলেই ডান পাশে দেখবেন আপনার নাম এবং ছবির নিচে Edit Profile লেখা আছে। না থাকলে ওপর থেকে Find Work-এ ক্লিক করলে ডান পাশে পেয়ে যাবেন। সেখানে ক্লিক করলেই সবকিছু আবার পরিবর্তন করতে পারবেন। আপনার প্রোফাইলটি অন্যরা, মানে যাঁরা (বায়ার) আপনাকে জব দেবেন, তাঁরা কেমন দেখতে পাবেন সেটি দেখার জন্য Find Work-এ ক্লিক করে নিচে ডান পাশে দেখবেন Your Profile Completeness-এর নিচে লেখা আছে View your public profile। এখানে ক্লিক করলেই দেখতে পাবেন, আপনার পাবলিক প্রোফাইলটি কেমন।

কীভাবে জব খুঁজবেন : এ সাইটে লগইন করে Find Work-এ ক্লিক করুন। এখন সার্চ বক্সে আপনি যা যা পারেন, তা লিখে সার্চ দিন। আপনি যদি Facebook লিখে সার্চ বাটনে ক্লিক করেন, তাহলে ফেসবুক-সম্পর্কিত অনেকগুলো জবের তালিকা আসবে। একটি একটি করে পড়ে যেগুলো পারবেন, সেগুলোতে অ্যাপ্লাই করুন। আরেকটু কাস্টমাইজ করে সার্চ দিতে চাইলে সার্চ বাটনের পাশে দেখবেন Advanced লেখা আছে, সেখানে ক্লিক করুন। এখন আপনার পছন্দমতো সার্চ অপশনগুলোতে লিখে এবং চেক বক্সগুলোতে টিক চিহ্ন দিয়ে সার্চ দিতে পারেন। এভাবে ফেসবুকের বাইরেও, যেমন : Internet, twitter, php, sql, c#, mysql, wordpress, joomla, google plus, data entry, email, ms word, blog ইত্যাদি লিখে সার্চ দিতে পারেন। অর্থাৎ, আপনি যা যা পারেন, তা লিখে সার্চ দিতে পারেন।

(চলবে) —মো. আমিনুর রহমান

আগামীকাল দেখুন : *হেল্পলাইন*

হেল্পলাইন

আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে

পর্ব ৭

কাজের জন্য যেভাবে আবেদন : ওয়েব বা পত্রিকায় কোনো চাকরি বা কাজের বিজ্ঞাপন পছন্দ হলে অনেকেই সেখানে জীবনবৃত্তান্ত (সিভি) পাঠান। কোনো একটা পদে এক বা দুজনকে হয়তো নিয়োগ দেওয়া হবে, কিন্তু সেখানে অনেকেই সিভি পাঠান। চাকরিদাতা সেই প্রতিষ্ঠান কিছু সিভি বাছাই করে তাঁদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকে। তারপর সেখান থেকে এক বা দুজনকে নিয়োগ দেয়। তেমনি আউটসোর্সিং সাইটেও যখন কোনো কাজের ঘোষণা (জব পোস্ট) দেওয়া হয়, তখন অনেকেই আবেদন করেন। তাঁদের মধ্য থেকে গ্রাহক বা বায়ার কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নেন। তারপর এক বা দুজনকে কাজটি করতে দেন। এ প্রক্রিয়াকেই বলে বিডিং বা বিড করা।

সাক্ষাৎকার নেয় কীভাবে? আপনাকে ওই সাইটেই বার্তা পাঠানো হবে—আপনি কাজটি কত দিনে করতে পারবেন, আগে কখনো এ ধরনের কাজ করেছেন কি না, কত ডলারের বিনিময়ে করে দেবেন ইত্যাদি। আপনিও ফিরতি বার্তায় এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন। তারপর আপনাকে পছন্দ হলে বায়ার আপনাকে কাজটি করতে দেবে। কোনো কোনো বায়ার স্কাইপ সফটওয়্যারে চ্যাট করতে চায়। তাই স্কাইপিতে (www.skype.com) একটা অ্যাকাউন্ট থাকা ভালো।

কেউ কেউ আছেন, যাঁরা চার-পাঁচটি কাজের জন্য আবেদন করেই কাজ পেয়ে যান। আবার কেউ কেউ আছেন, যাঁরা ১০০টি কাজের আবেদন করেও কাজ পান না। এটা অনেকটা নির্ভর করে আপনি কাজটি করে দেওয়ার জন্য কত কম ডলার চাচ্ছেন তার ওপর। কোনো একটা কাজ ওই সাইটে প্রকাশ করার পর যত তাড়াতাড়ি সেটিতে আবেদন করা যায়, ততই ভালো। আপনি যত বেশি সময় অনলাইনে থাকবেন, ততই আপনার কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কারণ কিছু কিছু কাজ আছে, যেগুলো ওয়েবে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই (এক-দুই ঘণ্টার মধ্যে) জমা দিতে হয়। যেমন ফেসবুকে বা অন্য কোনো সাইটে ভোট দেওয়া এবং কিছু ভোট সংগ্রহ করে দেওয়া ইত্যাদি। কাজেই শুরুতে বেশি সময় অনলাইনে মানে ওডেস্ক অ্যাকাউন্টে থাকার চেষ্টা করবেন। প্রতি মিনিটে দেখবেন নতুন নতুন কাজের বিজ্ঞপ্তি দেখা যাচ্ছে। (চলবে) *—মো. আমিনুর রহমান*

আগামীকাল দেখুন : *হেল্পলাইন*

প্রথম আলোর কম্পিউটার প্রতিদিন : ফোন : ৮১১০০৭৮-৮১; ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬, ই-মেইল : compro@prothom-alo.com

হেল্পলাইন

আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে

পর্ব-৯

কোনো একটা কাজের (জব) বিজ্ঞপ্তি খুলে এর ডানপাশে পাবেন বায়ারের তথ্য। যেসব বায়ারের Payment Method Verified লেখা আছে, সেসব বায়ারের জবে আবেদন করবেন। কোনো একটি জবের বিজ্ঞাপন ভালোভাবে পড়ার পর এর নিচে দেখবেন Apply to this job নামের একটি বাটন আছে, সেখানে ক্লিক করুন।

নতুন একটি পেজ আসবে। এ পৃষ্ঠার ওপরে Paid to You-এর ডান পাশের বক্সে ডলারের পরিমাণ লিখুন, মানে কত ডলারে আপনি কাজটি করতে চাচ্ছেন। ঘণ্টাভিত্তিক (আওয়ারলি) কাজ হলে প্রতি ঘণ্টায় কত ডলার হারে কাজটি করতে চাচ্ছেন, তা লিখুন। তারপর Cover Letter বক্সে একটি কভার লেটার লিখুন। ফেসবুক-সম্পর্কিত জব হলে অর্থাৎ জবটি যদি হয় ফেসবুকের কোনো পেজে লাইক কালেক্ট করে দেওয়া, তাহলে লিখতে পারেন—

Hi.

I am interested to do your project. I can provide/collect you more than 000 facebook likes within 0 days. I have more than 0000 facebook friends and also have many facebook groups, page etc. So I think, I can do your project properly.

Thanks

AR

অর্থাৎ জবের বিজ্ঞাপনে যা যা চাওয়া হয়, তার উত্তর দিয়ে কভার লেটারটি লেখার চেষ্টা করুন। এ-সম্পর্কিত কোনো কাজ আগে করে থাকলে তা উল্লেখ করতে পারেন। Attachment: এ কিছু লাগবে না। এখন Agree to Terms: বক্সে টিক চিহ্ন দিয়ে Apply to this job বাটনে ক্লিক করুন। নতুন পেজ এলে Yes, I Understand বক্সে টিক চিহ্ন দিয়ে Continue to Apply বাটনে ক্লিক করুন। (চলবে)

—মো. আমিনুর রহমান

হেল্পলাইন

আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে

পর্ব ১০

কোনো কাজ যদি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক অর্থাৎ ফিক্সড প্রাইসের হয়, তাহলে ওপরে Paid to You-এর ডান পাশের বক্সে কত ডলারের বিনিময়ে কাজটি করতে চান, তা লিখুন। Estimated Duration-এ কাজটি কত দিনের, তা নির্বাচন করে দিন। Cover Letter বক্সে আগের মতো করে একটি কভার লেটার লিখুন। এখন Agree to Terms বক্সে টিক চিহ্ন দিয়ে Apply to this job বাটনে ক্লিক করুন। Upfront payment (optional) এবং Attachment লাগবে না। নতুন পেজ এলে Yes, I Understand বক্সে টিক চিহ্ন দিয়ে Continue to Apply বাটনে ক্লিক করুন। জবে অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। তারপর বায়ার আপনার ইন্টারভিউ (মেসেজ দেওয়া-নেওয়া) নেওয়ার পর আপনি সিলেক্ট হলে আপনাকে কাজটি করতে দেবে, মানে জবটিতে আপনাকে হায়ারড করা হবে। জবটি সক্রিয় হবে। তখন আপনার কাছে নোটিফিকেশন আসবে Your contract "Facebook" started। ওই নোটিফিকেশনে ক্লিক করলে পাশের ছবিটির মতো দেখতে পাবেন।

কাজের নোটিফিকেশনে ক্লিক করার পর

কীভাবে একটি ভালো কভার লেটার লিখতে হয়, তা জানতে পারবেন http://kb.odesk.com/questions/136/What+is+a+good+cover+letter%3F ঠিকানা থেকে। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে http://kb.odesk.com/categories/Contractors/Job+Applications+%28Contractors%29/#upfront ঠিকানায় যেতে পারেন। *(চলবে)*

—মো. আমিনুর রহমান

আগামী শনিবার দেখুন : *হেল্পলাইন*

হেল্পলাইন

আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে

পর্ব ১১

কীভাবে কাজ করবেন : ওডেস্কে দুই ধরনের কাজ আছে। একটা হলো—ঘণ্টাভিত্তিক (আওয়ারলি), আরেকটা হলো নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকে (ফিক্সড প্রাইস)। ফিক্সড প্রাইসের কাজগুলো ইচ্ছামতো করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দেওয়ার পর বায়ার কাজগুলো যাচাই করবেন। এরা আপনাকে পারিশ্রমিকের অর্থ (পেমেন্ট) দেবেন। আর ঘণ্টাভিত্তিক কাজের ক্ষেত্রে www.odesk.com/downloads ঠিকানা থেকে ওডেস্ক টিম সফটওয়্যারটি নামিয়ে নিতে হবে। এটি ইনস্টল করার পর সফটওয়্যারটি চালু করে সাইন-ইন করতে হবে। এরপর যে কাজটি করতে চান অর্থাৎ যে জবটি পেতে চান, সেটি নির্বাচন করে Start-এ ক্লিক করবেন। তাহলে ওই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে আপনার কাজের সময় গণনা শুরু হবে। ওই সফটওয়্যারটি কিছুক্ষণ পরপর আপনার কম্পিউটারের স্ক্রিনশট নেবে। প্রতি ঘণ্টায় ছয়টি করে। সময় গণনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অ্যাকাউন্টে ডলার জমা হতে থাকবে। কাজ শেষ হওয়ার পর বায়ার স্ক্রিনশটগুলো দেখে বুঝতে পারবে আপনি কাজ করেছেন কি না। স্ক্রিনশট নেওয়ার সময় আপনি ইচ্ছা করলে ডিলিটে ক্লিক করে এক-দুইটা স্ক্রিনশট মুছেও দিতে পারবেন।

কাজ শেষ হওয়ার পর বায়ার যখন আপনাকে পেমেন্ট দিয়ে চুক্তি শেষ করবেন, তখন আপনার কাছে একটি নোটিফিকেশন আসবে BuyerName ended your contract Facebook। তখন বায়ার আপনার কাজের মূল্যায়ন বা ফিডব্যাক জানাবেন। আপনিও বায়ারকে একটি ফিডব্যাক দেবেন। পূর্ণমান ৫-এর মধ্যে আপনি বায়ারকে নম্বর দেবেন এবং বায়ারও আপনাকে নম্বর দেবে। কেউ কারওটা আগে দেখতে পাবেন না। উভয় পক্ষ ফিডব্যাক দিলেই কেবল একজন অপরেরটা দেখতে পাবেন। সাধারণত ৫-এর নিচে কেউ ফিডব্যাক দেয় না। আপনি বায়ারের সঙ্গে কাজ করার সময়ই বুঝতে পারবেন, তাঁর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন এবং তিনি আপনাকে কেমন ফিডব্যাক দিতে পারেন। ফিডব্যাক নিয়ে আপনি যতটুকু টেনশনে থাকবেন, বায়ারও ততটুকু টেনশনে থাকবেন। কারণ, আপনিও বায়ারকে বাজে ফিডব্যাক দিতে পারেন। ফিডব্যাক আপনার ও বায়ার উভয়েরই প্রোফাইলে যুক্ত থাকবে—যা সবাই দেখতে পাবে। ভালো ফিডব্যাক পেলে পরবর্তীকালে বেশি কাজ পেতে সুবিধা হয়। বাজে ফিডব্যাক পেলে সেটি মুছে ফেলতে পারবেন। আপনি যদি বায়ারের পেমেন্ট ফেরত দিয়ে দেন, তাহলে আপনার প্রোফাইলে ওই বাজে ফিডব্যাক আর দেখা যাবে না। নোটিফিকেশন পেইজে Give refund-এ ক্লিক করে আপনি বায়ারকে পেমেন্ট ফেরত দিয়ে দিতে পারবেন। বায়ার আপনাকে পেমেন্ট দেওয়ার পর সেই পেমেন্ট এক সপ্তাহের মতো পেন্ডিং থেকে তারপর আপনার ওডেস্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। আপনার বর্তমানে ব্যালান্স কত আছে এবং পেনডিং-এ কত আছে, সেটি জানার জন্য ওপরে Wallet-এ ক্লিক করে Transaction History-এ ক্লিক করুন। (চলবে)

—মো. আমিনুর রহমান

আগামীকাল দেখুন : *আপডেট (কম্পিউটারের বাজার দর)*

হেল্পলাইন

আউট সোর্সিং : শুরুটা যেভাবে

শেষ পর্ব

কীভাবে টাকা তুলবেন : ওডেস্কে কাজ করেছেন, আপনার ওডেস্ক অ্যাকাউন্টে ডলার জমা হয়েছে। এখন সেগুলো তুলে নিজের কাছে আনবেন কীভাবে? এর জন্য প্রথমে ওপরের Wallet-এ ক্লিক করে তারপর Payment Methods-এ ক্লিক করুন। নতুন পৃষ্ঠা খুললে দেখবেন অনেকগুলো লেনদেনের পদ্ধতি আছে। এসবের মধ্যে যেকোনো একটি নির্বাচন করতে পারেন। এর একটি পদ্ধতি হলো, পাইওনিয়ার ডেবিট কার্ড। পাইওনিয়ার ডেবিট কার্ডের ডান পাশে Sign Up Now-এ ক্লিক করুন। নতুন পেইজ এলে সবার নিচে Get your prepaid MasterCard card now বাটনে ক্লিক করুন। এরপর Order Card-এর নিচে তিনটি বাটনের প্রথমটি Start Here-এ ক্লিক করুন। একটি ফরম আসবে সেটি পূরণ করে বাকি দুটি বাটনে ক্লিক করে সেগুলোও পূরণ করে Finish-এ ক্লিক করুন। এখন এক মাসের মধ্যে আপনার বাসার ঠিকানায় (ফরম পূরণের সময় যে ঠিকানা দিয়েছেন) যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি প্রিপেইড মাস্টার কার্ড আসবে। এর জন্য কোনো টাকা-পয়সা দিতে হবে না। তবে আপনি যখন ওডেস্ক থেকে বা অন্য কোনো মাধ্যম থেকে প্রথমবার এই মাস্টার কার্ডে ডলার লোড করবেন তখন শুরুতে ১০-১৫ ডলার এই কার্ডের সার্ভিস চার্জ বাবদ কেটে নেবে। প্রতি মাসে তিন ডলার করে আপনার মাস্টার কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেবে। কাজেই প্রথমবার ওডেস্ক থেকে মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করতে ১৫ ডলারের মতো খরচ হবে। ওডেস্ক থেকে মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ (ডলার) উত্তোলন করতে প্রথমে ওপরে Wallet-এ ক্লিক করে তারপর Withdraw-তে ক্লিক করুন। নতুন পেইজ এলে Withdrawal Method থেকে কোনো মেথড সিলেক্ট করে Amount থেকে কত ডলার তুলতে চান, তার পরিমাণ লিখে Withdraw বাটনে ক্লিক করুন। দুই দিন পর আপনার অ্যাকাউন্টে ডলার চলে আসবে। প্রতিবার ওডেস্ক থেকে ডলার ট্রান্সফার করতে দুই ডলার খরচ হয়। মাস্টার কার্ডের সুবিধা হলো, এটি দিয়ে বিশ্বের প্রায় সব দেশের সব এটিএম বুথ থেকে ডলার তুলতে পারবেন। বাংলাদেশের যেকোনো এটিএম বুথ থেকে তুললে ডলার অটো টাকায় কনভার্ট হয়ে সমপরিমাণ টাকা বেরিয়ে আসবে। *—মো. আমিনুর রহমান*

আগামীকাল দেখুন : *প্রকাশনা*

আউটসোর্সিং

আমি ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং কাজ করতে আগ্রহী। ওডেস্ক ছাড়া কী কী ভালো সাইট আছে, যেগুলোয় কাজ করা যাবে?

মেঘ নীল

আউটসোর্সিং কাজের জন্য ভালো অনলাইন মার্কেটপ্লেস (ওয়েবসাইট) হচ্ছে ওডেস্ক। এ ছাড়া আরও কিছু ভালো আউটসোর্সিং সাইট হচ্ছে: www.freelancer.com, www.elance.com, www.guru.com, www.vworker.com, www.getacoder.com

আমি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) সম্পর্কে অনেক পড়েছি। বর্তমানে বেশ কিছু কাজও পারি। অন পেজ এসইও, অফ পেজ এসইও ইত্যাদি পারি, তবে এখনো শিখে যাচ্ছি। কি-ওয়ার্ড খুঁজে একটা সাইট খুলেছি এবং সেখানে ব্যাংক লিংকের কাজ করছি। ভালোভাবে এসইও শেখার জন্য আর কী করতে পারি?

আখতার আলম

এসইওতে শেখার কোনো শেষ নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসইওর ধরনও বদলাচ্ছে। কিন্তু মূল বিষয়গুলোর তেমন একটা পরিবর্তন হবে না। ভালোভাবে এসইও শেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এসইওভিত্তিক ওয়েবসাইট, ব্লগসাইটগুলো বেশি বেশি করে দেখতে হবে এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত সম্পর্কে হালনাগাদ থাকতে হবে। আর শুধু শিখলেই হবে না, শেখা কাজগুলো আগে নিজের সাইটের জন্য প্রয়োগ করে ফলাফল দেখে সবার সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। কারণ, আসল শেখাটা এখানেই।

আমি আউটসোর্সিংয়ের কাজ করতে চাই। বর্তমানে ইন্টারনেটে প্রতিদিন আট-নয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করি। কীভাবে বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইট থেকে কাজ করব?

ইফতিখার চৌধুরী

প্রতিদিন আট-নয় ঘণ্টা সময় অনেক। ইন্টারনেটে এ সময় ব্যয় করুন কাজ শেখার জন্য। তারপর কীভাবে বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং সাইট থেকে কাজ নিতে হয়, তা ভালোভাবে জানুন। বিড করে যান ভালোমতো, কাজ পাবেন।

আমি ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং কাজ শিখতে চাই। এ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না, তবে আগ্রহ আছে। কোনো ধরনের কোর্স ছাড়াই আউটসোর্সিংয়ের নানা কাজ কীভাবে শিখতে পারব?

এমরান খান

এখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় ফ্রিল্যান্সিংয়ের ওপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে, চেষ্টা করবেন অংশ নিতে। কোনো কোর্স ছাড়াই আপনি ইন্টারনেট থেকে খুঁজে অনেক কিছু নিজে নিজে শিখতে পারবেন, কিন্তু এতে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন না। অভিজ্ঞ কোনো ভালো ফ্রিল্যান্সারের শরণাপন্ন হতে পারলে অনেকটা উপকৃত হবেন।

আউটসোর্সিং কাজ করার জন্য কম্পিউটারের কোন কাজগুলোয় বেশি পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন?

রাশেদুল হাসান

সাধারণ ই-মেইল আদান-প্রদান,

কয়েকটি টিপস

- প্রথম আউটসোর্সিংয়ের কাজ পেতে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। তাই হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধরে বিড বা নিলামে অংশ নিতে হবে।
- শুরুর দিকে যত কম মূল্যে বিড করা হবে, কাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও তত বাড়বে।
- সম্ভব হলে বিড করার আগেই যদি কাজটি সম্পন্ন করে গ্রাহককে দেখানো যায় এবং কাজটি যদি সে পছন্দ করে, তবে প্রকল্প প্রাপ্তি অনেকটাই নিশ্চিত।
- কোনো কাজ না পারলে সেই প্রকল্পে কখনোই বিড করা উচিত নয়।
- ইন্টারনেটে নানা ধরনের কাজ পাওয়া যায়। আপনি যে কাজই করে থাকুন না কেন, সেটাতে দক্ষ হয়ে উঠলে তবেই কাজের জন্য আবেদন করবেন।
- সাধারণত যেসব কাজ তুলনামূলক একটু কঠিন এবং যেসব কাজে কম বিড পড়ে, সে রকম কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই ফ্রিল্যান্সিং শুরু করার আগে সব ধরনের কাজ একটু পর্যবেক্ষণ করুন এবং নিজেকে তৈরি করে নিন।
- আউটসোর্সিংয়ের কাজ করতে ইংরেজিতে পারদর্শী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত প্রকল্পের চাহিদা বোঝা এবং সে অনুযায়ী গ্রাহকদের সঙ্গে সাবলীলভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা থাকা দরকার।
- একটি প্রকল্প সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা না নিয়ে কখনোই কাজ শুরু করা উচিত নয়। ক্লায়েন্ট তাদের চাহিদা বিড রিকোয়েস্টে সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ নাও করতে পারে। তাই যতটুকু সম্ভব প্রশ্ন করুন। তারপর প্রকল্পের চাহিদা আপনার নিজের ভাষায় গ্রাহককে লিখে জানান। এতে তার চাহিদা সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন।
- সম্পূর্ণ কাজকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করুন এবং প্রতিটি ধাপ শেষ হওয়ার পর পর গ্রাহককে দেখান।
- কাজের সময়সীমা (ডেডলাইন) শেষ হওয়ার আগেই কাজ সম্পন্ন করুন এবং গ্রাহকের কাছে পাঠিয়ে দিন।
- গ্রাহকের কাছে কাজ পাঠানোর আগে ভালো করে তার চাহিদার সঙ্গে কাজটা মিলিয়ে দেখুন।
- সব সময় চেষ্টা করবেন যাতে কাজ শেষে সর্বোচ্চ নম্বর (রেটিং) পাওয়া যায়। ভালো রেটিং পেলে পরের কাজগুলো খুব সহজেই পাওয়া যায়।
- ভালো রেটিং পাওয়ার উপায় হচ্ছে—সঠিকভাবে কাজটি শেষ করা, সময়মতো কাজটি শেষ করা ও গ্রাহকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
- রেটিং পাওয়ার আগে গ্রাহককে জিজ্ঞেস করে নিন, সে আপনার কাজে সম্পূর্ণ খুশি কি না এবং আপনাকে সর্বোচ্চ রেটিং দিতে যাচ্ছে কি না।
- কাজে এবং কথাবার্তায় সব সময় সৎ থাকতে হবে। কখনো ভুল তথ্য দেবেন না। কোনো কারণে কাজ করতে না পারলে বিষয়টি গ্রাহককে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা পাওয়া যায়।

আউটসোর্সিং কাজের কয়েকটি ওয়েবসাইট (মার্কেট প্লেস)
www.odesk.com
www.freelancer.com
www.elance.com
www.guru.com
www.vworker.com
www.scriptlance.com
www.getacoder.com

নানা খবরের কিছু দেশি সাইট ও ই-মেইল গ্রুপ:
http://freelancerstory.blogspot.com
http://groups.google.com/group/bdosn_outsourcing
www.techtunes.com.bd

ফ্রিল্যান্সারদের জন্য টিপস দিয়েছেন সফল ফ্রিল্যান্সার সিলেটের **জাকারিয়া চৌধুরী**

দশজন সফল ফ্রিল্যান্সার

ওঁরা আয় করেন ঘরে বসেই:

অন্য জায়গা বা অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া—এক কথায় এই হচ্ছে আউটসোর্সিং।ইন্টারনেটে বসে আউটসোর্সিংয়ের কাজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গত দুই-তিন বছরে দারুণ এগিয়ে গেছে।মুক্ত পেশাজীবী, অর্থাৎ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে তরুণেরা দেশে বসেই আউটসোর্সিং বেশভালো করছেন। সম্প্রতি শিক্ষার্থী, ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠান—এই তিন ভাগে সেরা ১৫ জন ফ্রিল্যান্সারকে পুরস্কৃত করেছেবাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)। বিজয়ীদের নিয়ে আজকের আয়োজন

খালেদ বিন এ কাদের

আমার ফ্রিল্যান্সিংয়ের শুরুটা হয়েছিল ২০০৬ সালে। বাংলাদেশপ্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ভর্তি হওয়ার পর পরই ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি। এর আগে এ বিষয়টি নিয়ে প্রচুর পড়তাম। এরপর শুরু এবং পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করে যাওয়া। বর্তমানে আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব প্রোগ্রামিংয়ের কাজ করি। মূলত পিএইচপি-ভিত্তিক কাজই বেশি করা হয়। বুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে পড়ার পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছি। শুরুতে বিভিন্ন ইন্টারনেট আউটসোর্সিংয়ের বিভিন্ন ওয়েবসাইট কাজ করলেও বর্তমানে সরাসরি গ্রাহকদের সঙ্গেই কাজ করি। শুরুর দিকে আমার কাজ দেখে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান পুরো টাকা অগ্রিম দিয়েছিল, যা খুব ভালো লেগেছে।

সাজ্জাদ হোসেন

আগ্রহ আর ভালো লাগা থেকেই ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি। যখন ২০১০ সালের জুলাই মাসে আমি প্রথম কাজ পাই, এর কয়েক দিন পর আমার বাবা মারা যান। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। এই একটি ঘটনা আমার সব সময় মনে পড়ে। বাবা মারা যাওয়ার কথা আমি আমার গ্রাহককে জানিয়েছিলাম।তিনি আমাকে প্রথম কাজেই সময় বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।
বর্তমানে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে তৃতীয় বর্ষে পড়ছি। আমি মূলত ইন্টারনেট বিপণনের কাজ করি। শুরুতে আউটসোর্সিংয়ের ওয়েবসাইট থেকে কাজ সংগ্রহ করতাম। এখন নির্দিষ্ট গ্রাহক বা ক্রেতার কাজ করি। যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অনেক দিন হলো কাজ করছি। নতুনদের কাজ করার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। পাশাপাশি চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আহমেদ সাজিদ

এ লেভেলের পড়াশোনা শেষ করে একটি বিজ্ঞাপন দেখেই ২০০৯ সালে আমার ফ্রিল্যান্সিংয়ের শুরুটা। বর্তমানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে (আইইউবি) বিবিএ প্রথম বর্ষে পড়ছি। আমি ভিডিও সম্পাদনা, ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ করছি। কাজ শুরুর সময় একবার একটি নির্ধারিত কাজ করেও টাকা পাইনি, তখন খারাপ লেগেছিল। তবে পরে আরও বেশি কাজ করার মাধ্যমে সেটি কাটিয়ে উঠেছি। গ্রাহকদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে সময় মানার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি ব্যবহার উপযোগী ইংরেজিটা ভালো বুঝতে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমিও মেনে চলার চেষ্টা করি, সেটি হলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কাজ করা। তাহলে কাজ করার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

মুহাম্মদ সোয়েব

২০০৭ সাল থেকে আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ করতাম। তখন থেকেই ইচ্ছা ছিল এ কাজই করব, তবে ভালোভাবে শিখে।তখনো ইচ্ছা ছিল, তবে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টায় ছিলাম। ২০০৯ সাল থেকে শুরু করি ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ। ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজগুলোই মূলত করি। মূলত ওয়েবসাইটের মার্কেট প্লেসের মাধ্যমেই কাজ করি। কাজ শিখে ফ্রিল্যান্সিংয়ে আসতে পারলে অনেক ভালো করা সম্ভব। তাই যে কাজটি ভালোভাবে করতে পারেন, সে কাজটি নিয়েই আউটসোর্সিং শুরু করুন—নতুনদের প্রতি এটাই আমার পরামর্শ।

মো. মোহামিনুজ্জামান

একটি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানে আমার চাকরির শুরু। চাকরির ক্ষেত্রে একটি বিষয় খুব মনে হয়েছে যে আমি যে কাজটি ভালো পারি, সেটি শেখা এবং আরও ভালোভাবে করার সুযোগটা নেই। থাকলেও সীমাবদ্ধতা অনেক। এমন চিন্তা থেকেই আমার কাজের ক্ষেত্রটি আর কোথায় ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে থাকি। এভাবেই ফ্রিল্যান্সিংয়ে জড়িয়ে পড়ি। আমি মূলত এএসপি, ডট নেট নিয়ে কাজ করি। ফ্রিল্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে নিজের অর্জিত অর্থ দেশেআনার ক্ষেত্রে শুরুতে বেশ সমস্যায় পড়েছি।

দেখা গেছে, ব্যাংকে ল্যাপটপ নিয়ে গিয়ে দেখাতে হয়েছে! ফ্রিল্যান্সিং মানেই শুধু শুধু আয়ের ক্ষেত্র নয়। বিষয়টি সবার জানা উচিত।

আনোয়ারুল ইসলাম

আমি যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি, সেখানে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ ছিল বেশ ভালো। ২০০৭ সালের দিকে বিভিন্ন পত্রিকায় ফ্রিল্যান্সিংয়ের কথা জেনেছি। জানার পর থেকেই নানা মাধ্যমে এ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়ে যায়। পরে একটি ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করি। ২০০৮ সালে ডেটা এন্ট্রির কাজ দিয়ে আমার ফ্রিল্যান্সিং শুরু। ধীরে ধীরে অন্যান্য কাজ শেখা শুরু করি এবং বর্তমানে আমি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) ও সামাজিক মাধ্যমে বিপণনের কাজ করি। এখনো চাকরির পাশাপাশি আমি নিয়মিতভাবে ফ্রিল্যান্সিং করি। আসলে আগ্রহ থাকলে কাজ করা সম্ভব।

সাঈদ ইসলাম

আমার কাজের শুরুটা হয়েছিল তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী হিসেবে। ২০০০ সাল থেকেই আমি তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ করি। আমি আগে কানাডায় ছিলাম। পরে দেশে চলে আসি এবং ২০০৯ সাল থেকে ফ্রিল্যান্সিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। আমি সিস্টেম ডিজাইন, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার ইত্যাদি কাজ মূলত করি। আমার একটা বিষয় খুব মনে হয়েছিল যে সবাই বিদেশে যায় আয় করার জন্য, আর আমি বিদেশ থেকে দেশে এসেছি আয়ের জন্য। তবে আমি সফল হয়েছি ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে। দেখা গেছে, আমি কানাডায় যে আয় করতাম, তার চেয়ে বেশি আয় করি দেশে বসেই। দেশে আসার পর আমার পরিচিত এক ভাইয়ের কাছ থেকে ফ্রিল্যান্সিংয়ের বিষয়ে জানি এবং চেষ্টা করতে থাকি। আর এভাবেই আমার ফ্রিল্যান্সিংয়ের শুরুটা। আউটসোর্সিং মার্কেট প্লেস আর নির্দিষ্ট ক্লায়েন্টদের কাজ করে থাকি। তবে বিষয়টা খুব সহজ নয়। যাঁরাই আসতে চান, ফ্রিল্যান্সিংয়ে তাঁদের অবশ্যই কাজ জেনে আসা উচিত।

খালেদ মো. শাহরিয়ার

গুগলের নিয়মিত ব্যবহারকারী হিসেবে প্রতিনিয়তই নানা ধরনের খোঁজখবর পেতাম ফ্রিল্যান্সিংয়ের বিষয়ে। এর পাশাপাশি গুগলের বেশ কিছু ওয়েব সেমিনারেও অংশ নিয়েছিলাম। তার পর থেকেই ফ্রিল্যান্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত। প্রযুক্তি পর্যালোচনা, অনলাইন সাংবাদিকতা ইত্যাদির কাজ করছি। ২০০৮ সালে পূর্ণাঙ্গভাবে ফ্রিল্যান্সিংয়ে জড়িয়ে পড়ি। অনলাইন সংবাদমাধ্যম তৈরি করে সেটি নিয়মিত হালানাগাদের কাজ দিয়ে শুরু করি। প্রথম যখন এ সাইট থেকে গুগলের অ্যাডসেন্স চেক পেয়েছিলাম, তখন খুবই ভালো লেগেছিল। বর্তমানে আমার ওয়েবসাইটের নিয়মিত ব্যবহারকারী অনেক বেশি।

খোরশেদ আলম

প্রধান নির্বাহী, দ্য আরএস সফটওয়্যার

পত্রিকায় পড়ে ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রতি আগ্রহী হই। পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করার সুযোগটিকে কাজে লাগাতেই তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় থেকেই আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে কাজ শুরু করি। ২০০২ সাল থেকে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি। গড়ে তুলি দ্য আরএস সফটওয়্যার। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা ই-কমার্স সাইট তৈরির কাজ করি। যখন শুরু করেছিলাম, তখন ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ অনেক কম ছিল। তা ছাড়া আমাদের শুরুতে অফিস ছিল সিলেটে। বর্তমানে আমরা ঢাকায় কাজ করছি। প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে একটি বিষয় ছিল, আমরা যারা একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি, তাদের নিয়ে কাজ করা এবং কিছুটা হলেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করার ক্ষেত্রটা অনেক বড়, তবে কাজ জানতে হবে।

মো. তানভীর আল রাজী

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, তানভীর আইটি সলিউশনস

২০১০ সালে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের (এসইও) কাজ দিয়েই আমাদের শুরু এবং এখনো সে কাজই করছি। কাজের পরিমাণ ভালো থাকায় আমাদের প্রতিষ্ঠান তানভীর আইটি সলিউশনের যাত্রা শুরু হয়। কুষ্টিয়ার এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সবাই কুষ্টিয়ার। শুরুর দিকে আমরা ইন্টারনেট নিয়ে সমস্যায় ছিলাম। বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিংয়ের বাজার অনেক বড়। আগ্রহীরা কাজ শিখে শুরু করতে পারলে ভালো করা সম্ভব। কাজের পরিমাণ বাড়ার পর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে আরও ভালো হয়। এতে যেমন একটি নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়, তেমনি কর্মসংস্থানও বাড়ে।

মারজান আহমেদ

অনলাইনে কাজ করার আগ্রহ ছিল। সে কারণে ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং সম্পর্কে জানা ছিল। আগ্রহ থেকে ২০১০ সালে পুরোপুরি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি। সাধারণত ডেটা এন্ট্রি, ইন্টারনেট বিপণনের কাজ করে থাকি। বর্তমান ইন্টারনেট বিপণনে আমার অবস্থান অনেক ওপরের দিকে।কাজ করার ক্ষেত্রে আমি সব সময়ই খুব সৎ ছিলাম। অর্থাৎ, সব ধরনের তথ্য সঠিক দিয়েছি। কাজটি ভালো লাগে, তাই করি। এমনিতে আমি নিজে ওয়েব ডিজাইনার।একটি বিষয় আমার খুব মনে হয়, এ ধরনের কাজে আমাদের মেয়েদের আরও বেশি এগিয়ে আসা দরকার।আমি স্নাতক পর্যায়ে পড়াশোনা করছি। স্বামীর কর্মস্থল যশোরে। তাই যশোর, ঢাকা মিলিয়ে আমার কাজ করতে হয়।

মো. এনামুল হক

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) একটি বৃত্তি পেয়ে কাজ শিখেছিলাম। পরে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। এরপর ফ্রিল্যান্সিংয়ে যুক্ত হই। ২০০৯ সাল থেকে কাজ করছি।বর্তমানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, ই-কমার্সের বিভিন্ন সাইট তৈরি করি।জুমলা-ভিত্তিক কাজই বেশিকরা হয়।একটি বিষয় খুব ভালো লেগেছে, তা হলো গ্রাহকদের আন্তরিকতা। কাজ দেখাতে পারলে তাদের কাছ থেকে দারুণ সহযোগিতা পাওয়া যায় এবং দেশের বাইরের এসব অচেনা গ্রাহক যে ব্যক্তি হিসেবে কত ভালো, তা টের পাওয়া যায়। কাজ করতে করতে মনে হয়, তাঁদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। তাঁদের সঙ্গে কাজ করে করে নিজেরও অনেক উন্নতি হয়। আউটসোর্সিংয়ের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি আলাদা গ্রাহকদের কাজও করে থাকি।

আশিকুর রহমান

বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ে পড়াশোনার সময় অনেকেই চান না পরিবার থেকে বেশি টাকা নিতে। নিজে চেষ্টা করেন কিছু করার। এ রকম চিন্তা থেকেই এক বন্ধুর মাধ্যমে কাজ শুরু করি ২০১০ সালে। ফ্রিল্যান্সিংয়ে আমি একটু ভিন্নধর্মী কাজ করি। আমি মূলত নিবন্ধনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখির কাজ করি। আমার মনে হয়, এ ধরনের কাজ আগ্রহী ব্যক্তিরা একটু কষ্ট করলেই করতে পারবেন। রাজশাহীতে থেকেই আমি কাজ করে যাচ্ছি। ফ্রিল্যান্সিংয়ে এ ধরনের অনেক কাজ রয়েছে। আমি আমার অনেক বন্ধুকেও এ কাজের সঙ্গে যুক্ত করিয়েছি। এ কাজের চাহিদাও রয়েছে প্রচুর। কাজের অনেক চাপ থাকলে দেখা যায় কাজের জন্য দেশের বাইরেরও অনেককে দলে যুক্ত করার প্রয়োজন। আমার মনে হয়, উচ্চমাধ্যমিক শেষ করার পরই আগ্রহী কেউ কাজটি করতে পারবেন।

মো. রাউফুজ্জামান

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

এনকোড ল্যাবস ইনকর্পোরেটেড

ইন্টারনেটে কাজের প্রতি আমার একটা আগ্রহ ছিল শুরু থেকেই। আর সে আগ্রহ থেকেই ফ্রিল্যান্সিংয়ে জড়িয়ে পড়ি। ২০০৯ সালে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, ব্যবসায় উন্নয়ন, ইন্টারনেট বিপণন, ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমেও ফ্রিল্যান্সিং করছি। শুরুর দিকে নিজে নিজে কাজ শিখেছি এবং পরে কাজ বেড়ে যাওয়ায় এনকোড ল্যাবস ইনকর্পোরেটেড নামের প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি। আউটসোর্সিং ওয়েবসাইটের পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব কিছু গ্রাহক আছে, যাদের কাজ আমরা করি। এ ছাড়া আমাদের রয়েছে নিজস্ব পূর্ণও খণ্ডকালীন কর্মী। কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করছি। এ ক্ষেত্রে ভালো করতে দরকার কাজটা বুঝে আসা আর শেখা।

মো. আনোয়ার হোসেন

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জব অ্যাড নেট

২০০৯ সাল থেকে ব্যক্তিগতভাবে ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ শুরু করি। কাজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ২০১১ সালে আমাদের প্রতিষ্ঠান জব অ্যাড নেটের যাত্রা শুরু হয়। রাজশাহীতেই আমাদের কার্যক্রম। মূলত আমরা ডেটা এন্ট্রি, সামাজিক যোগাযোগ, সামাজিক বিপণন, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের (এসইও) কাজ করে থাকি। আমাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বেশির ভাগ কর্মীই শিক্ষার্থী।কাজের পাশাপাশি আমরা ফ্রিল্যান্সিংয়ের বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছি। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজের ফলে

আমরা বড় আকারের কাজ করতে পারছি, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্ভব নয়।
গ্রন্থনা: নুরুন্নবী চৌধুরী

//////////////////////////////////////

প্রথম আউটসোর্সিংয়ের কাজ পেতে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।তাই হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধরে বিড বা নিলামে অংশ নিতে হবে।

শুরুর দিকে যত কম মূল্যে বিড করা হবে, কাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও তত বাড়বে।

সম্ভব হলে বিড করার আগেই যদি কাজটি সম্পন্ন করে গ্রাহককে দেখানো যায় এবং কাজটি যদি সে পছন্দ করে, তবে প্রকল্প প্রাপ্তি অনেকটাই নিশ্চিত।

কোনো কাজ না পারলে সেই প্রকল্পে কখনোই বিড করা উচিত নয়।

ইন্টারনেটে নানা ধরনের কাজ পাওয়া যায়। আপনি যে কাজই করে থাকুন না কেন, সেটাতে দক্ষ হয়ে উঠলে তবেই কাজের জন্য আবেদন করবেন।

সাধারণত যেসব কাজ তুলনামূলক একটু কঠিন এবং যেসব কাজে কম বিড পড়ে, সে রকম কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই ফ্রিল্যান্সিং শুরু করার আগে সব ধরনের কাজ একটু পর্যবেক্ষণ করুন এবং নিজেকে তৈরি করে নিন

আউটসোর্সিংয়ের কাজ করতে ইংরেজিতে পারদর্শী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত প্রকল্পের চাহিদা বোঝা এবং সে অনুযায়ী গ্রাহকদের সঙ্গে সাবলীলভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা থাকা দরকার।

একটি প্রকল্প সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা না নিয়ে কখনোই কাজ শুরু করা উচিত নয়। ক্লায়েন্ট তাদের চাহিদা বিড রিকোয়েস্টে সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ নাও করতে পারে। তাই যতটুকু সম্ভব প্রশ্ন করুন। তারপর প্রকল্পের চাহিদা আপনার নিজের ভাষায় গ্রাহককে লিখেজানান। এতে তার চাহিদা সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন।

সম্পূর্ণ কাজকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করুন এবং প্রতিটি ধাপ শেষ হওয়ার পর পর গ্রাহককে দেখান।

কাজের সময়সীমা (ডেডলাইন) শেষ হওয়ার আগেই কাজ সম্পন্ন করুন এবং গ্রাহকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

গ্রাহকের কাছে কাজ পাঠানোর আগে ভালো করে তার চাহিদার সঙ্গে কাজটা মিলিয়ে দেখুন।

সব সময় চেষ্টা করবেন যাতে কাজ শেষে সর্বোচ্চ নম্বর (রেটিং) পাওয়া যায়। ভালো রেটিং পেলে পরের কাজগুলো খুব সহজেই পাওয়া যায়।

ভালো রেটিং পাওয়ার উপায় হচ্ছে—সঠিকভাবে কাজটি শেষকরা, সময়মতো কাজটি শেষ করা ও গ্রাহকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

রেটিং পাওয়ার আগে গ্রাহককে জিজ্ঞেস করে নিন, সে আপনার কাজে সম্পূর্ণ খুশি কি না এবং আপনাকে সর্বোচ্চ রেটিং দিতে যাচ্ছে কি না।

কাজে এবং কথাবার্তায় সব সময় সৎ থাকতে হবে। কখনো ভুল তথ্য দেবেন না। কোনো কারণে কাজ করতে না পারলে বিষয়টি গ্রাহককে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা পাওয়া যায়।λ

আউটসোর্সিং কাজের কয়েকটি ওয়েবসাইট (মার্কেট প্লেস)
www.odesk.com
www.freelancer.com
www.elance.com
www.guru.com
www.vworker.com
www.scriptlance.com
www.getacoder.com

নানা খবরের কিছু দেশি সাইট ও ই-মেইল গ্রুপ:

http://freelancerstory.blogspot.com
http://groups.google.com/group/bdosn_outsourcing
www.techtunes.com.bd
http://www.careerstairs.com/

‡dmeyK MÖæc Ges †cR G hy³ †nvb

https://www.facebook.com/muktopesha/
https://www.facebook.com/groups/muktopesha/
https://www.facebook.com/groups/uddokta/
https://www.facebook.com/bdosn

সংগ্রহ এবং সম্পাদনা
হাসান মাহমুদ
hasanjnu@gmail.com

CampusNews24BD.com